এক নজরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমঃ

১। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাঃ

বিগত ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্টপতির আদেশক্রমে **"পথকলি ট্রাস্ট"** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি **"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"** নামকরণ করা হয়।

২। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) ভাগ্যহত, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

৩। ট্রাস্টি বোর্ডের গঠনঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে); মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪। ট্রাস্টের জনবলঃ

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যামান।

৫। বিদ্যালয়সমূহঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৩১,৮৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ঢাকার কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ৫২০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

(গ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যাঃ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (কারিগরি প্রশিক্ষণসহ) মোট ৯৮০ জন শিক্ষক ও ২১৮ জন কর্মচারী কর্মরত আছে।

(ঘ) * শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৮১টি নিজস্ব ভবনে, ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির পর, ৩৬টি ভাড়া ভবনে এবং ১৩টি অন্যান্য স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

* নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। বৃত্তি কার্যক্রমঃ

(ক) প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন।

(খ) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক মেধা কোটায় ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

(গ) বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় বছরওয়ারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪২৭ (চারশত সাতাশ) জন।

(ঘ) ট্রাস্ট কর্তৃক ২০০০ সালে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করার পর হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৯৩৪ (তিন হাজার নয়শত চৌত্রিশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৭। সমাপনী পরীক্ষাঃ

(ক) * শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

* ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় ৩০৮০ জন অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন গ্রেডে ২৬২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার ৮৫.২৫%।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যঃ

৮। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিঃ

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর তত্ত্বাবধানে ০৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটি দ্বারা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়।

৯। ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহঃ

(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার/মেরামত, জাতীয় দিবস উদযাপন, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত অনুদান, বিদ্যালয়ের আনুসঙ্গিক ব্যয় এবং আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

(খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

১০। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা ২০১০ অনুযায়ী নিম্নরুপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছেঃ

(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে একজন চেয়ারপারসন ও একজন ভাইস চেয়ারপারসনসহ মোট ০৭ জন ট্রাস্টি সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠিত আছে যা নিম্নরুপঃ

(১) মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারপারসন
(২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	ভাইস-চেয়ারপারসন
(৩) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৪ জন বেসরকারি সদস্য	-	সদস্য

শর্তঃ সরকার বেসরকারি সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করবেন। ইহা ছাড়া কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট (Co-opt) করতে পারবে।

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সদস্য তার মনোনয়নের তারিখ হতে তিন বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তার মনোনয়ন বাতিল করতে পারবেন।

(গ) মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বেসরকারি সদস্যগণ, চেয়ারপারসন বা তার অবর্তমানে ভাইস চেয়ারপারসন বরাবর লিখিত আবেদন দ্বারা ট্রাস্টি হিসাবে পদত্যাগ করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তার বা তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ট্রাস্টি হিসাবে বহাল থাকবেন।

১১। নির্বাহী কমিটিঃ

"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" প্রবিধানমালা ২০১০ অনুযায়ী শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যাবলী তত্ত্বাবধান; ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন; ট্রাস্টের পক্ষে সকল প্রকার মামলা পরিচালনা করা; ট্রাস্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩ তম সভায় নিম্নরুপে নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছেঃ

(১) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	-	সদস্য
(৪) পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য

১২। ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্টির বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১৩। মন্তব্যঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের Enrolment এর হার ৯৭.৯৬%। তদুপরি Drop out এর হার ১৯.২%। বিভিন্ন কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা Drop out হয়ে থাকে। অতিদরিদ্র, শ্রমজীবী এর অন্যতম কারণ। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মূলত Target Group এ সকল অতিদরিদ্র, শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীরা। সুতরাং এই শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বিদ্যালয় স্থাপন করে বর্ণিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে Drop out এর হার কমিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১০০% ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ অর্জিত হবে।

===